প্রথম আলো

তারিখ ... 16 JUN 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

দাউদকান্দির গৌরীপুর সুবল আফতাব উচ্চবিদ্যালয় ভবনের ছাদ থেকে খসে পড়া পলেস্তারায় আহত ছাত্রীরা চিকিৎসা নেয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ● প্রতিনিধি

ছাদের পলেস্তারা খসে ১১ ছাত্রী আহত

দাউদকান্দি (কুমিল্লা) প্রতিনিধি ●

কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার গৌরীপুর সুবল আফতাব উচ্চবিদ্যালয়ে পাঠদান চলাকালে শ্রেণীকক্ষের ছাদ থেকে পলেস্তারা খসে পড়ে ১১ জন ছাত্রী আহত হয়েছে। গত সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ষষ্ঠ শ্রেণীর 'গ' শাখার (ছাত্রীদের) শ্রেণীকক্ষে এ ঘটনা ঘটে।

আহতদের মধ্যে তানিয়া আক্তার (১২), মৃমাইয়া আক্তার (১২), আমিনা আক্তার (১২), সাজনীন ইফফাতকে (১২) দাউদকান্দি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়। অপর আহত সামিয়া (১২), জান্নিয়া (১২), সালমা (১২), রূপা (১২), মারিয়া (১২), পূরবী (১২) ও আফরোজাকে (১২) প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে অভিভাবকেরা তাঁদের সন্তানদের খবর নিতে বিদ্যালয়ে ছুটে আসেন। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে আহতদের উদ্ধার করে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠান এবং বিদ্যালয় ছুটি ঘোষণা করেন।

দাউদকান্দি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক সরফরাজ হোসেন খান বলেন, 'আহতদের মধ্যে তানিয়া ছাড়া অন্যরা আশঙ্কামুক্ত।' উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মাহমুদা আক্তার বলেন, দুর্ঘটনার খবরটি তাৎক্ষণিকভাবে কুমিল্লার সহকারী পরিচালককে (ডিডি) জানানো হয়েছে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. দেলোয়ার হোসেন বলেন, বিদ্যালয়টি ১৯৪২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। যে ভবনের পলেস্তারা খসে পড়েছে সেটি নির্মিত হয় ১৯৬৯ সালে। এ পর্যন্ত ভবন সংস্কারের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনো অনুদান পাওয়া যায়নি। ওই ভবনের ১৭টি কক্ষের মধ্যে ১০টিই ঝুঁকিপূর্ণ বলে বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক মন্তব্য করেছেন।

দাউদকান্দি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আনোয়ারুল নাসের বলেন, 'নতুন ভবন তৈরির ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' দাউদকান্দি উপজেলা শিক্ষা প্রকৌশলী মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, 'এ বিদ্যালয়ের নতুন কক্ষ তৈরির বরাদ্দ আছে। অল্প কিছু দিনের মধ্যে কাজ শুরু হবে।'

প্রসঙ্গত, গৌরীপুর সুবল আফতাব উচ্চবিদ্যালয়ে প্রায় দুই হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে। চলতি বছর এ বিদ্যালয়টি থেকে এসএসসিতে ৯৫ শতাংশ শিক্ষার্থী পাস করেছে। আর জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৮ জন।